BANERJI STUDIO
3-2-50
বিভা চিত্রনের
নিবেদন
সঙ্কলী
পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

বিভা চিত্রপের

— নিবেদন —

সঞ্চালী

কাহিনী ও সংলাপ—শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য

গীতিকার—শ্রীপ্রণব রায় * সুরশিল্পী—শ্রীদুর্গা সেন

প্রযোজনায়—
শ্রীকানাই লাল পাছাল
শ্রীগৌর মোহন পাছাল
শ্রীনিতাই মোহন পাছাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
মেঃ, রামপুরিয়া কটন্ মিল্‌স্ লিঃ (শ্রীরামপুর)
মেঃ, কেশোরাম কটন্ মিল্‌স্ লিঃ (খিদিরপুর)
মেঃ, শ্যামনগর জুট মিল্‌স্ লিঃ (শ্যামনগর)

কারখানা দৃশ্যের যন্ত্র-চিত্র গ্রহণে পরামর্শদাতা
শ্রীপি, এচ্, ভাণ্ড (বয়লার ইন্‌স্‌পেক্টার—পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীদেওজী ভাই
চিত্র-সম্পাদক—শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী
আলোক-নিয়ন্ত্রায়ক—শ্রীহরেন গাঙ্গুলী
নৃত্য পরিকল্পনায়—শ্রীমতী প্রীতিধারা মুখার্জ্জী

শব্দযন্ত্রী—শ্রীবাণী দত্ত, শ্রীতপন সিংহ
শিল্পনির্দ্দেশক—শ্রীসত্যেন রায়চৌধুরী
রূপসজ্জাকর—শ্রীপ্রাণানন্দ গোস্বামী
ব্যবস্থাপক—শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত

স্থিরচিত্র গ্রহণ :
ষ্টীল ফটো সার্ভিস্

চিত্র পরিস্ফুটন :
ফিল্ম সার্ভিস্ ল্যাবোরেটারী

অর্কেষ্ট্রা :
গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায়— প্রণব মুখার্জী ও নির্ম্মল গাঙ্গুলী। সুরশিল্পে—আশুতোষ গাঙ্গুলী।
শব্দযন্ত্রে —তপন সান্যাল শিল্প নির্দ্দেশে—গৌর পোদ্দার রূপসজ্জায়—দেবদাস……
চিত্রশিল্পে—বিভূতি চক্রবর্ত্তী, নিমাই রায়, বুলু লাড়িয়া।
সম্পাদনায়—কালীকৃষ্ণ সমাদ্দার, তরুণ কুমার দত্ত, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত।

ভূমিকায়

অনুভা গুপ্তা, রেবা দেবী, উমা গোয়েঙ্কা ও প্রীতিধারা মুখার্জ্জী।

— এবং —

অহীন্দ্র চৌধুরী, অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, রামধরী পাণ্ডে, সত্যসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ষ্টুডিও তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীবাণী দত্ত

একমাত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ,
রূপবাণী বিল্ডিং
৭৬।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অভিজিৎ**

কাহিনী

রতন মিল্‌স্‌'এর শ্রমিক ইউনিয়ান ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছে। তা'দের দাবী মান্‌তে হবে।

পার্কে বিপুল মিটিং। ইউনিয়ানের সেক্রেটারী সন্দীপ চাটুয্যে শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতার পর সন্দীপ নেমে এলো বক্তৃতা মঞ্চ থেকে—ইউনিয়ান-ফণ্ডের জন্য চাঁদা তুল্‌তে। ভীড়ের মধ্যে সুদর্শনা একটী তরুণী মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সন্দীপ এসে হাত পাতল তার কাছে। বল্‌লে, সঙ্গে যদি কিছু না থাকে, তবে গলার ওই মুক্তোর মালাটাই দিন।

মেয়েটির নাম নীলা। আলাপ হ'ল বটে, কিন্তু পরিচয়টুকু সন্দীপের কাছে রইল ঢাকা। তবু, পথে-দেখা একদিনের আলাপী এই মেয়েটির স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং অসামান্য রূপশ্রীতে সন্দীপের মনে দোলা দিয়ে গেল।

এদিকে রতন মিল্‌স্‌'এর ধর্ম্মঘটের জের বেশীদূর গড়াল না। মালিক শ্রমিকদের দাবী মোটামুটি মেনে নিলেন। বর্ত্তমান মালিক হ'চ্ছেন—পরলোকগত মালিক রতন বাবুর ছোট মেয়ে। কিন্তু আপোষের সর্ত্তানুযায়ী সন্দীপকে ইউনিয়ানের সংশ্রব ত্যাগ করতে হ'ল।

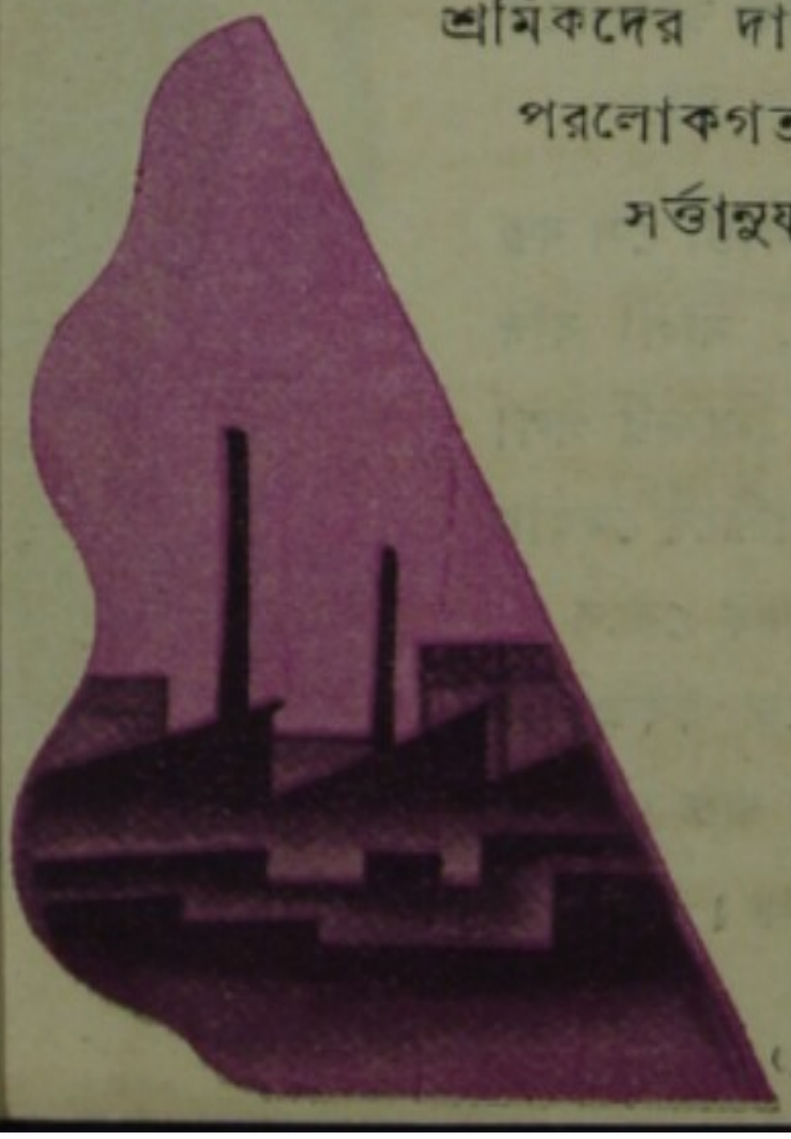

সন্দীপের এই মজদুর সমিতি নিয়ে মাতামাতি, জ্যাঠামশাই প্রহ্লাদ চাটুয্যে মোটেই পছন্দ করতেন না। ভাইপোকে বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়ে আনলেন, অথচ সে-সব ছেড়ে মজুর নিয়ে হৈ-হৈ করে' বেড়ানোই তার একমাত্র কাজ হয়ে' উঠেছে! বারণ করলে শোনে না॥ অথচ, বাপ-মরা ভাইপো সন্দীপকে তিনি নিজের সন্তান ফণীর অধিক স্নেহ করেন। প্রহ্লাদবাবু ভাবলেন, দেখে-শুনে একটী টুক্‌টুকে বৌ ঘরে এনে দিলেই

ছোকরার ও-সব বদ্‌খেয়াল চলে' যাবে। পাত্রীও ত' মজুত! রতন মিল্‌স্'এর পরলোকগত মালিকের ছোট মেয়ে অর্থাৎ বর্ত্তমান মালিক। শৈশবকালেই দু'জনের বিয়ের কথাবার্ত্তা একরকম পাকা হ'য়ে ছিল। কিন্তু গোল বাধাল সন্দীপ।—জ্যাঠামশাইকে সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে, বড়লোকের মেয়েকে সে বিয়ে ক'রতে পারবে না। সোনার পুতুলকে বেচে খাওয়া যায় তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না।—কিন্তু এই কি সন্দীপের একমাত্র যুক্তি? এই যুক্তির আড়ালে পথের আলাপী নীলার মানস-মূর্ত্তি কি দাঁড়িয়ে ছিল না?

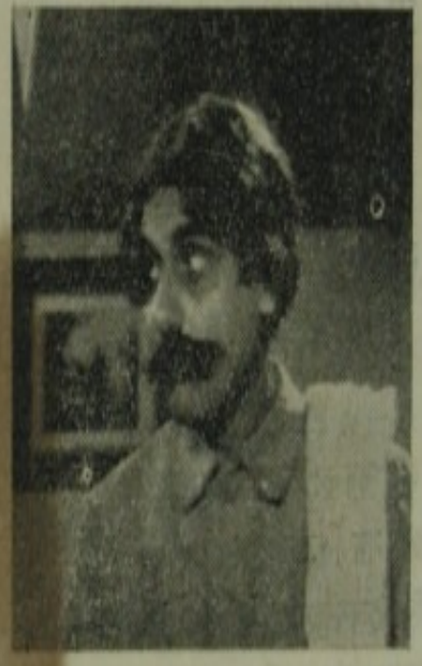

এতখানি অবাধ্যতার ফল যা হবার, তাই হ'ল। সন্দীপকে জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়, আর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়তে হ'ল। মত যেখানে এক নয়, পথও সেখানে ভিন্ন।

কিন্তু যা'র জন্যে জ্যাঠামশায়ের ঘরে সন্দীপের স্থান হ'ল না, সেই নীলা কোথায়? দেখা হ'ল অপ্রত্যাশিত রূপে। সেদিন কলেজের বান্ধবী রূপার বাড়ীতে যেতেই রূপার মা তরলার মুখে সন্দীপ শুনলে যে রূপা কলকাতায় নেই—রাজগীরে। কিন্তু রাজগীরে যার সঙ্গে দেখা হ'ল সে রূপা নয়—নীলা।

কথায় কথায় নীলা জানালে যে, মুক্তোর মালাটা সে যত্ন করে' তুলে রেখেছে। সন্দীপ জানালে, মালা যদি নিতেই হয়, তবে যে মেয়ে নিজের গলা থেকে খুলে তার গলায় পরিয়ে দেবার সাহস রাখে, তার হাত থেকেই নেবে।

এদিকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে রতন মিল্‌স্'এর জন্য একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। সন্দীপ দরখাস্ত ক'রে বস্‌ল প্রথম কারণ—জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তির দামেই তার দাম নয়, তার নিজেরও যে দাম আছে—তা প্রমাণ করা। দ্বিতীয় কারণ, যে ইউনিয়ান সে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল, মিল'এর কর্ম্মী হ'লে আবার সেই ইউনিয়ানে যোগ দিতে পারবে।

যথাসময়ে সন্দীপের নিয়োগ-পত্র এল। মহা-উৎসাহে সে লেগে গেল কারখানার কাজে। কিন্তু নিয়তি বোধকরি অলক্ষ্যে বসে' জাল বুন্‌ছিল। ফ্যাক্টরীর কাজ সেরে একদিন বিকেল বেলা নিজের কোয়াটার্সে ফিরে এসে সন্দীপ দেখে—হরি! হরি! আলনায় তার কোট প্যাণ্টের বদলে ঝুল্‌ছে সাড়ী ও ব্লাউস। এ-সব বস্তুও আর কারো নয়—নীলার। এই ফ্যাক্টরীর লেডী ওয়েল্‌ফেয়ার অফিসার হয়ে সে এসেছে এবং কারখানার সহকারী ম্যানেজার অন্য কোয়াটার্সে স্থান না পেয়ে এইখানেই তাকে তুলে দিয়েছে।

পরদিনই ঘটল এক দুর্ঘটনা। ৭নং সেডে নতুন এঞ্জিনের সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্ বন্ধ হয়ে' গেল হঠাৎ! এর পরিণাম যে কী সাংঘাতিক, তা' মনে করে' সন্দীপ শিউরে উঠ্‌ল। অবিলম্বে সেফটি-ভাল্‌ভের মুখ যদি খুলে দেওয়া না যায়, তবে শুধু ৭নং সেড নয়, গোটা কারখানাটাই উড়ে যাবে! প্রাণ তুচ্ছ ক'রে সন্দীপ ছুট্‌ল ইঞ্জিন ঘরের দিকে। শুন্‌ল না শ্রমিকদের মানা, মান্‌ল না নীলার মিনতি।

কিন্তু এতখানি সাহসের পুরস্কার মিল্‌ল। সন্দীপের চেষ্টার ফলে সেফটি-ভাল্‌ভের মুখ গেল খুলে, বিপদ গেল কেটে। কিন্তু প্রচণ্ড পরিশ্রমের

পর সন্দীপ তখন অবসন্ন হয়ে' পড়েছে। নীলা নিজের হাতে নিল তার সেবার ভার, সারারাত রৈল জেগে। আর, সন্দীপের জীবনে এই রাত্রিটি হ'য়ে রৈল অক্ষয়।

পরদিন সকালে ডাক এল মালিকের কাছ থেকে। নতুন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তিনি একবার দেখা কর'তে চান।

সন্দীপ গেল মালিকের বাড়ীতে। অভ্যর্থনা করলেন মোহিত,—রতনবাবুর বড় জামাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে ড্রয়িং রুমের দেয়ালে একখানা ফটো দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। কে এ? এযে হুবহু নীলার মতো! মোহিত জানালেন ইনিই রতনবাবুর ছোট মেয়ে, মিল্'এর বর্ত্তমান মালিক। নাম নীলা দেবী।

কিন্তু দুই নীলার মধ্যে কোনটী আসল আর কোনটি নকল? এই সমস্যার উত্তর পাবেন রূপালী পর্দ্দায় !!

• • •

গান

১। রূপার গান

এলো মনোবনে কোন্ চঞ্চল দখিনা,
জানিনা, জানিনা, জানিনা ॥
সে যেন আজি বাঁধিল মোরে,
গোপন প্রেমের অলখ ডোরে,
সে জাগালো মোরে আছিনু যবে
স্বপন-ঘুমে বিলীনা।
নীরব নুপুর মোর উঠ্‌লো বেজে
রিণিঝিণি,
পাষাণ কারা ভেঙ্গে বইলো যেন
নির্ঝরিণী।

আজ পরাণ মম চাহে বারে বারে
কুসুম সম দিতে আপনারে,
এই তনুমন মোর নিবেদন
কাহারে দেব সে বিনা
জানিনা, জানিনা, জানিনা ॥

২। নীলার গান

যে আমারে জয় ক'রে লবে,
আমি তাঁরেই দেব মালা গো,
মালা দেব তারে।
সেজন আমার প্রিয় হ'য়ে রবে,
হৃদয় দেবার মধুর অধিকারে ॥
সেই বিজয়ীর আশায় আশায়
পথচেয়ে মোর দিনগুলি যায়,
দুয়ার ঠেলে আসবে যে জন
ঝড়ের অভিসারে,
তা'রেই দেব মালা গো, মালা দেব তারে ॥
আমার মালা নয়কো গাঁথা
শিশির ভেজা ফুলে,
এ মালা যে আগুন সম
বক্ষে ওঠে দুলে।
যে আমারে করবে হরণ
তারেই আমি করবো বরণ,
ঝড়ের রাতে ফুলের মতন
দেব আপনারে ॥

৩। সন্দীপের গান

শুধু মালাটি দিওনা গো
দিও মালারি সাথে হিয়া,
শত জনম সে আশাতে
রহিব গো জাগিয়া।
মন যদি গো হয় কুসুম
প্রেম যে তারি সুরভি,
যদি না জাগে মধু ঋতু
গাহে কি গো পাপিয়া ॥
যদি বারি না রহে মেঘে
মিছে বিজলী ঝলকে গো,
যদি পিয়ালা দিতে চাহ
ভরে' দিও অমিয়া— ॥
তোমারে চাহিনা গো
ফুলের বাসরে মোর,
পথের সাথী হয়ো
হাতে হাত রাখিয়া ॥

৪। সন্দীপের গান

কোরাস্ আওরি, আওরি !
হায় পিয়া গোহ্‌রাবে মোকা
আওরি, আওরি ॥
সন্দীপ ডাকেরে, ডাকেরে,
ঐ যে পথের বাঁকে পিয়া
ডাকেরে, ডাকেরে।
পিয়াল বনের পথের বাঁকে
ঐ যে পিয়ার গাঁও,
ও মুসাফির বুকের মাঝে
তার সাড়া কি পাও ?
ডাকেরে, ডাকেরে ॥
পথ যদি তোর যায় হারিয়ে
ভুলিস্ যদি ঠিকানা,
পিয়ার কালো চোখের আলো
সেই হবে নিশানা।
ডাকেরে, ডাকেরে ॥
নয়ন তারে খুঁজে বেড়ায়
মন বলে তায় জানি,
আর প্রেম বলে—
সেই সোনার মেয়ে স্বপ্নে দেয় হাতছানি ॥
ডাকেরে, ডাকেরে !

৫। নীলার গান

প্রিয় ভুলো না এ গান,
তুমি ভুলো না এ গান ॥
জাগে একটি কুলায় বনের শাখায়
দু'টী পাপিয়া,
যেন দিশাহারা দুটি তারা
আছে জাগিয়া।
আর জাগে দুটি প্রাণ,
ভুলো না এ গান।
জীবনের যত গান শোনাব তোমায়,
মিলনের সুর যেন কভু না ফুরায়,
এ মধু মায়া-রাতি যেন না পোহায়
স্বপন সমান।
ভুলো না এ গান ॥

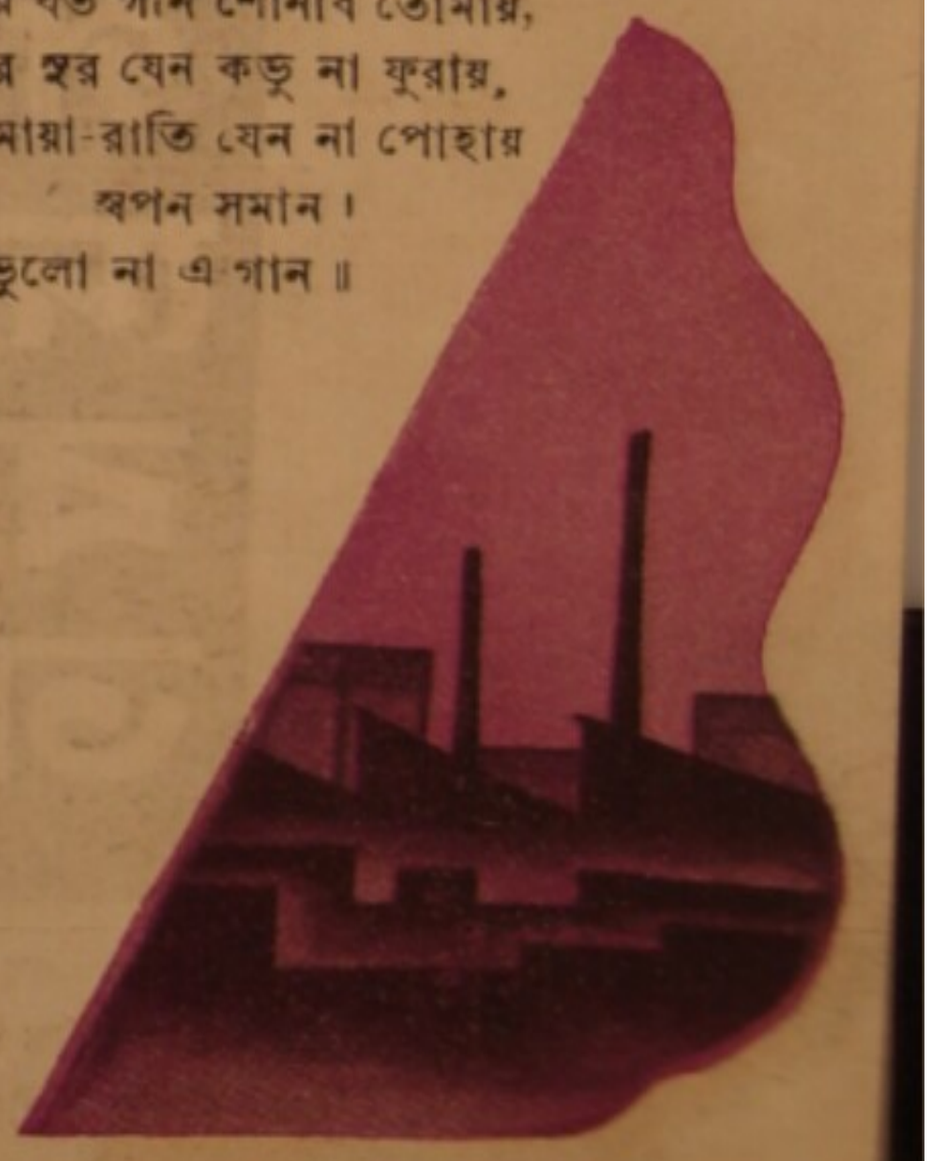

গরবিনী

ভূমিকায়
দীপ্তি, সুপ্রভা, কেতকী,
রেণুকা, ছবি, জহর, হুয়া,
বিকাশ প্রভৃতি
সুরঃ সুধীরলাল

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসান্সের ছবি
পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী

করুণাময়ী পিকচার্সের

মেঘমুক্তি

পরিচালক
চিত্ত বসু

ভূমিকায়: সন্ধ্যারাণী·রেণুকা
অসিতবরণ·জহর·বিকাশ
শ্যামলাহা·মনোরঞ্জন·তুলসী
রাণীবালা·মনোরমা প্রভৃতি

কাহিনী: গিরিজা সাধু
সুর: উমাপতি শীল

যুগদেবতা

কালিদাস প্রোডাকসন্সের
সশ্রদ্ধ নিবেদন
:কাহিনী:
তারক মুখার্জ্জী
:সুর:
রামচন্দ্র পাল
ভূমিকায়
চন্দ্রাবতী · গুরুদাস
জ্যোতির্ম্ময়কুমার·নীতিশ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
জীবনী অবলম্বনে
রূপকচিত্র

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড
হইতে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে বি.এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা।